OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 89
Website: https://tirj.org.in, Page No. 802 - 808
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 802 - 808
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

প্রাকস্বাধীন অবিভক্ত বাংলা ও স্বাধীন পশ্চিমবঙ্গ : সমাজকাঠামো পরিবর্তনের স্বার্থে ঘটিত রাজনৈতিক আন্দোলনে নারী অংশগ্রহন ও তার প্রভাব (১৯০৫-১৯৬০)

শিল্পা দেবনাথ
ইতিহাস বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : Shilpa.debnath997@gmail.com
ও
ড. বিরাজলক্ষী ঘোষ
অধ্যক্ষ, বি.এড বিভাগ
ঘোলদিগরুই শিক্ষন মন্দির
Email ID : birajlakshmigsm@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Social structure, movement, women, exploitation, political participation, transformation, consciousness, organized.

Abstract
Every country carries its own social structure. But in every society, some set of traditional norms and conditions are present which need to be transformed gradually. If the transformational process is not happened, the society become stagnant. For generating the social mobility transformation is necessary. This change is possible through the socio-political consciousness and long-term social movement. If we unfold the history of movement in and out of the country it will be visible to us. But in this short span it will be discussed that the participation and evaluation of women in the political movements, organized for structural change of the society in our country specially focusing on pre independent Bengal and the west Bengal after independence, during this timeframe that is, 1905-1960. In this timeframe the women of India came out from the vail for resolving the socio-political issue. On 1905 In Bengal secession movement organized against Bengal divide rule policy of colonial government. The participation of women in Bengal in the political procession happened first time in history in colonial India and also ordinary women were engaged in the circumstances from vail also. On and after 1930 many women freedom fighters like Pritilata Waddewar, Kalpana das, Bina das joined actively in the armed movement against colonial government. In 1940s the women of Bengal were very much adjoined in the 'quite India movement'. Before and After freedom 'MARS' (MAHILA ATMARAKHSHA SAMITI) encouraged the women from the all of the classes to include themselves in the

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 89
Website: https://tirj.org.in, Page No. 802 - 808
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

socio- political and economic crisis of the society. The activity of 'MARS' have been seen in the 1942 when famine appeared in the Bengal. At this situation the women members of 'MARS' distributed food among the affected villagers and also in the town area. In the twentieth century, the rise of some women leaders who were attached in the labour movement like Sudha Roy, Prabhabati devi, Sontosh kumari devi, begum Sakina just made the examples that women can be in the front zone, they can lead. They got respect and trust from labours. Manikuntala Sen another notable communist leader, she was engaged in Tebhaga movement, also worked among the labours, she raised voice and collected the complains against dowry system from the women of West Bengal when she was member of parliament. Hance, decades after decades those women from all section, create the environment of political consciousness by engaging themselves in the circumstances. Today it is quite easy thing for women to participate in the socio-political activity but before and just after freedom the structure of Indian society was not like that, these women faced lots of trouble in their personal life. By facing all of those things they create the path for future generation. This study will focus on the role of those brave, radical, and progressive women for changing the social structure in the mentioned timeframe.

Discussion

ভূমিকা : সমাজ কাঠামো এর পরিবর্তনের জন্য সংঘটিত নারী আন্দোলনগুলিকে পর্যায়ক্রমে উপলব্ধি করার স্বার্থে দুটি বিশেষ ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে, প্রথম ভাগ হিসেবে চিহ্নিত করা যায় নারীর তার নিজের সামাজিক অবস্থানের উন্নতি ঘটাতে এবং তার নারীজাতির প্রতি হয়ে চলা অবমাননার প্রতিবাদে সচেতনতামূলক তত্ত্ব গড়ে তুলেছে তা হল নারীবাদ এবং নারীবাদী আন্দোলনগুলি মূলত নারীর সাথে হওয়া সমস্যাকে তুলে ধরে। এখন প্রশ্ন হল, নারীবাদী আন্দোলনগুলিকে কি সমাজ কাঠামো পরিবর্তনের চালিকা শক্তি বলা যায়? উত্তরটি হল হ্যাঁ। কেন? কারন নারী তার নিজস্ব সত্ত্বা নিয়ে সমাজেরই অংশ, তাই তার উন্নতির দাবি এবং অবনতির প্রতিবাদ সমাজকাঠামোর পরিবর্তন অবশ্যই ঘটায়। দ্বিতীয়ত, সমাজের বিভিন্ন আন্দোলনগুলিতে নারীর অংশগ্রহন এবং ভুমিকা। এই দুটি বিষয় ব্যাখ্যা করলেই প্রকৃতপক্ষে সমাজ রুপান্তরের পর্যায়গুলি বোঝা যাবে।

বিষয়গত উদ্দেশ্য : সমাজ কাঠামো যেমন মানুষ সৃষ্ট তেমনি সেই কাঠামো ভাঙ্গেও মানুষই। যদিও দেশ ও বিশ্বের ইতিহাসে সমাজের নিয়মের বেড়াজাল সামাজিক বিধান নারীদের ক্ষেত্রেই বেশি। তা সমূলে উৎপাটন করার কাজে তাই নারীরা এগিয়ে এসেছেন বহুবার, তা শুধুমাত্র নিজেদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে নয়, সামাজিক সমস্যাকে সমাজের সামনে তুলে ধরতে এবং তা দূর করতে। এই উদ্দেশ্য নিয়ে যে ভাবে তারা আন্দোলন এ এগিয়ে এসেছেন, সেটা দেশের উপনিবেশ বিরোধী আন্দোলন হোক অথবা শ্রমিক আন্দোলন তা তুলে ধরা এবং এই সকল নারীদের আন্দোলনের পরিধি, পরিশ্রম, সফলতা এবং যুগের সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে না ওঠার বিশ্লেষণ করাই এই আলোচনার উদ্দেশ্য।

এতৎবিষয়ক গ্রন্থ পর্যালোচনা : নারীর রাষ্ট্রীয় অধিকার, সামাজিক দাবি, অর্থনৈতিক অধিকার আদায়ের ইতিহাস বহুদিনের। দেশে বিদেশে বহু আন্দোলন এর মধ্যে দিয়ে এই দাবি তারা আদায় করে নিয়েছে। নারীদের ভোটাধিকার এমনি একটি মাইলফলক। এই রাজনৈতিক উত্তরন এর পর্যায় এর ব্যাখ্যা করে 'রাষ্ট্র ও রাজনীতির তত্ত্ব ও মতবাদিক বিতর্ক' বইটিতে। ভারত ও বাংলার ইতিহাসে অহিংস আন্দোলন এ নারীদের অংশগ্রহন এবং তার কালে কালে অংশগ্রহনের বিবর্তন 'The working women and popular movement in Bengal', এই রচনা গুলির আশ্রয়ে তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়াও স্বাধীনতার প্রাক্কালে ও পরে মেয়েদের আন্দোলন পরিচালনা এবং লড়াই এর গল্প বলে 'ভারত ইতিহাসে নারী' বইটি এবং

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 89
Website: https://tirj.org.in, Page No. 802 - 808
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বিপ্লবি ও প্রাজ্ঞ রাজনীতিবিদ, সমাজকর্মী মনিকুন্তলা দেবি তার দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ বিবরন লিপিবদ্ধ করেছেন 'সেদিনের দিনগুলি'তে।

আলোচনা : আধুনিক নারীবাদী চিন্তার আভাস পাওয়া যায় Andrew Haywood এর লেখায়, তার পরবর্তী সময় ইটালি তে প্রকাশিত ১৪০৫ এ Chistian de Pisan এর লেখায় 'Book of the city of ledies' গ্রন্থে। তবে এগুলি প্রাথমিক পর্যায়ের চিন্তা। এই সচেতনতা স্থায়ী সোপান পায় নারীর ভোটাধিকার এর আন্দোলন এর মধ্যে দিয়ে, উনিশ ও বিশ শতকে। সর্বপ্রথম newziland এ ১৮৯৩ তে, আমেরিকাতে ১৯২০ সালে ব্রিটেন এ ১৯১৮, ভারতবর্ষে ১৯৫০ এ সংবিধানে নারীদের ভোটাধিকার স্বীকৃতি পায়।[১] রাষ্ট্রশক্তি নির্বাচনে নারীকণ্ঠ নিঃসন্দেহে সমাজ পরিবর্তন ইঙ্গিত করে। ধীরে ধীরে রাজনৈতিক মুক্তি থেকে সামাজিক কুসংস্কারগুলি থেকে মুক্তির দাবিতে নারিদের অংশগ্রহন ক্রমাগত সচেতনতা বৃদ্ধির পরিচায়ক। ভারতের ইতিহাস এ এমন বহু সমাজ সংস্কার এর দাবিতে নারীরা বহু সময় সোচ্চার হয়েছেন।

প্রত্যক্ষ নারী অংশগ্রহণ হয় ১৯০৫, ১৬ই অক্টোবর সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন এ মিছিল মিটিং বহু শহুরে পরিবারের মেয়েরা প্রত্যক্ষ ভাবে অংশগ্রহন করে, বহু গৃহবধূরা অরন্ধন পালন করেন। কলকাতার রাস্তায় খদ্দর বিক্রি করার অভিযোগ ১৯২১ সালে ঊর্মিলা এবং সুনিতি দেবি গ্রেপ্তার হন। মহিলা হিসেবে গ্রেপ্তার সেই সময়ের প্রেক্ষিতে অনেক বড় বিষয়।[২] সত্যাগ্রহ আন্দোলনে সর্বাধিক যোগদান দেখা যায় ১৯৪২ এর ভারত ছাড়ো আন্দোলন এর মধ্যে দিয়ে। আসামে কমলা বরুয়া ৫০০ জন মিছিলের নেতৃত্ব দেন, বম্বেতে ঊষা মেহেতা গোপনীয় ভাবে বেতার ব্যাবস্থা চালু করেন।[৩]

অহিংস আন্দোলন ছাড়াও ভারতীয় সমাজ এবং রাজনৈতিক অঙ্গনে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে নারী দের অংশগ্রহন চোখে পড়বার মত। মেয়ে দের মধ্যে বিপ্লবি আন্দোলন সংঘঠিত করার উদ্দেশ্যে 'দিপালি সঙ্ঘ'। এই সঙ্ঘের সদস্যারা প্রখ্যাত মহিলা বিপ্লবি বীণাপাণি দেবী, রেনুকা সেন, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার। বীণা দাস এর কলকাতা বিস্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে ১৯৩২ সালে গভর্নরকে হত্যা, কল্পনা দাস এবং প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার এর চট্টগ্রাম আস্ত্রাগার লুণ্ঠন এ প্রতিদান মেয়েদের বিরত্বকে জাগ্রত করে। মেয়েরা ছিলেন সহযোগী ভূমিকা তেও। দিল্লিতে চন্দ্রশেখর আজাদ এর বোমা কারখানায় ১৭ বছর বয়সি রাজবতি জৈন বোমা তৈরি করতেন।[৪]

স্বাধীনতার পূর্বভাগ থেকেই রাজনৈতিক এবং সামাজিক প্রগতির উদ্দেশ্যকে মাথায় রেখে বহু মহিলা সংগঠন গড়ে উঠলেও স্বাধীনতার পরবর্তী সময় সর্বস্তরের মহিলারা অনেকাংশে অংশগ্রহন করেছেন। প্রথম মহিলা সংগঠন হিসেবে ১৯২৭ সালে গড়ে ওঠা 'All India Women's Conference'। এর পরেই আসে ১৯৪৩ সালে গড়ে ওঠা মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি। শুরুতেই এর সদস্য সংখ্যা ২০-২২ হাজার ছুঁয়েছিল। ১৯৪৮ সালে ডঃ বিধান চন্দ্র রায় এর সময় কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ হলে বহু দাবিতে প্রচুর কর্মীরা গ্রেপ্তার হলে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির মহিলা সদস্যরা বন্দিমুক্তির দাবিতে মিছিল করেন ১৯৪৯ এর ২৭-এ এপ্রিল, পুলিশের গুলিতে সেদিন নিহত হন লতিকা সেন, আমিয়া দত্ত, প্রতিভা গাঙ্গুলি, গীতা কর্মকার। প্রথম উল্লেখিত মহিলা ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম মহিলা সদস্যা। এছাড়াও মনিকুন্তলা সেন, ফুলরেনু গুহ, কমলা মুখার্জি, গীতা মুখার্জি দক্ষিন কলকাতার কলোনি গুলিতে মহিলা সমিতি গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন, এই ক্যাম্প গুলিতে একদিকে লঙ্গরখানা অপরদিকে চলছিল বস্তায় মৃতদেহ পাচার। এমন পরিস্থিতিতে তারা দিনের পর দিন সেখানে কাজ করেছেন মহিলা দের মধ্যে। অপর দিকে ১৯৫৩ এর ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধি আন্দোলন এর প্রথম সারিতে ছিলেন মনিকুন্তালা সেন এবং জলি কল। ১৯৪৩-৪৪ এর খাদ্য আন্দোলন, নিয়ন্ত্রিত দামে কাপড় পাওয়ার আন্দোলন, পাট্টার দাবিতে স্ত্রীর সমান অধিকার এর দাবি আরও কত রয়েছে সেই তালিকায়...।[৫]

নারী আন্দোলন শুধু শহুরে শিক্ষিত ছাত্রী বা মধ্যবিত্ত পরিবারের মহিলাদের নয় তা সেই সচেতনতা আস্তে পারে প্রত্যন্ত গ্রামের সাধারন চাষি পরিবারের নারীদের মধ্যেও। তেভাগা আন্দোলন এর অনেকাংশে এই মহিলারাই ছিলেন। তেভাগা আন্দোলন এর কারনটি নিহিত আছে বাংলাদেশের কৃষক-ভূস্বামীর ফসল ভাগের চরিত্রের মধ্যে এবং জমির ওপর কৃষকের নড়বরে অধিকার যে দিনের পর দিন বাংলার চাষিদের পিষে দিচ্ছিল সেই সঞ্চিত অবমাননার বহিঃপ্রকাশ। বাংলার জমিদার শ্রেণি ধিরে ধিরে শহরাঞ্চলে বসবাস শুরু করলে জমিদার অধিনস্ত একশ্রেণীর মধ্যস্বত্তভোগী মৌখিক ভাবেই বন্দোবস্ত করতেন। যা ফসল হবে তার অর্ধেক কৃষকের এবং অর্ধেক জমিদার। এই ব্যাবস্থাকে বলা হত 'আধিয়ার'।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 89
Website: https://tirj.org.in, Page No. 802 - 808
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

আপাত ভাবে বিষয়টি সরল মনে হলেও চাষ এর খরচটুকু চাষির কাধেই চাপান হত তাই অনেক সময়ই চাষিকে কর্জ করতে হতো, কোনো কারনে অই বছরে যদি ফলন ভালো না উঠতো তাহলে ওই অর্ধেক ভাগ এর ফসল থেকে কর্জ শোধ কোরে চাষির ঘরে আর কিছুই উঠতো না। ফলস্বরুপ আগের বছরের ভাগচাষীর পরিবর্তে নতুন ভাগচাষি চাষ করত। অতএব, কৃষক উচ্ছেদের ঘটনা হামেশাই ঘটতো। তাই চাষিরা ফসল এর তিনভাগ করার দাবি জানান একভাগ থাকবে চাষির সরঞ্জাম কেনার জন্য আর একভাগ চাষির নিজের বাকি একভাগ জমিদার এর। এই হল তেভাগার বৃত্তান্ত। এই দীর্ঘকালীন রাগ ছড়িয়ে পড়ে ১৯৪৬ সালের শেষ এর দিকে। যে সব জেলায় ভাগচাষীরা বেশি এই আধিয়ার ব্যবস্থার অধীন তারা আগে বিক্ষোপ এ সামিল হন। প্রথমত, আইন মাফিক জমিতে অধিকার দিতে হবে, অন্যটি হল ফসলের তিনভাগ যা আগেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। মেদিনীপুর, দিনাজপুর, ময়মনসিংহ, মালদা, রংপুর, কাকদ্বীপ, যশোর, খুলনাতে প্রথম ছড়িয়ে পড়ে। চাষিরা দাবি জানায় নিজেদের গোলায় ধান তুলবে তিনভাগ হওয়ার পর ফসলের একভাগ জমিদার এর সেরেস্তায় যাবে, কারন ফসল ভাগ জমিদার এর সেরেস্তায় হলে তারা ফসল এর তিনভাগ হতে দেবে না ফসল সরিয়ে দেবে। তাই কৃষকদের স্লোগান ছিল 'জান দেবো তবু ধান দেব না', 'নিজের গোলায় ধান তোল'।[৬]

আন্দোলন এর প্রথম পর্যায় এ জমির মালিকপক্ষ পুলিশ এর সাহায্যে ও নিজেদের জোরে ফসল কব্জা করে, দ্বিতীয় পর্যায় চাষিরা ফসল গোলায় তুলতে পারে তখন কিছু কিছু জায়গায় গোলায় আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় কিছু জায়গায় চাষিরা ফসল রক্ষা করতে পারেন। এমনি ফসল রক্ষায় শেষ হয়ে যাওয়া একটি গ্রামের চিত্র কম্যুউনিস্ট নেত্রী মনিকুন্তলা সেন তার আত্মজীবনী 'সেদিনের কথায়' লিখেছেন। দিনাজপুর এর খাপুর গ্রামে পরিস্থিতি দেখতে গিয়ে তিনি দেখেছেন পুলিশ এর অত্যাচারে সেখানকার পরিস্থিতি থমথমে, তিনটি মৃতদেহ নিয়ে চাষিরা দাহ করতে যাচ্ছে তাদের সাথে মাত্র একটি লণ্ঠন অর্থাৎ ভয়ে মানুষের দাহকার্য করার কাউকেও পাওয়া যেত না। তার পরেও গ্রাম এর মহিলারা পুলিশের লাঠি খেয়ে এবং পাল্টা প্রতিঘাত করেও বাড়ির পুরুষদের লুকিয়ে রাখতেন। উত্তমী পুলিশের হাত কেটে দেন। দিনাজপুর এ গ্রামের মহিলারা খেত এর পাশে তাদের দা কুরুল নিইয়ে জমি পাহারায় ছিল অন্য দিকে পুরুষেরা ফসল কেটে জোতদারকে দেওয়ার বদলে নিজের খামারে তুলছিলেন।[৭]

কাকদ্বীপে বামপন্থীরা তাদের শক্ত ভিত তৈরি করতে পেরেছিলেন। তাই ওই প্রত্যন্ত গ্রামেও ১৯৪৪-৪৫ এ গড়ে উঠেছিল কিষাণ সভা। চাষিদের বঞ্চনা সম্পর্কে তাদের সচেতন করার ফলে তেভাগা আন্দোলনে বড় ভূমিকা নেয় কাকদ্বীপের তৃণমূলস্তরের মানুষেরা। এর বর্ণনা দিয়েছেন ইলা বোস। তিনি ছিলেন মেডিকেল কলেজ এর ছাত্রী, তার সাথে তার সহপাঠি পূর্ণেন্দু ঘোষ। তারা সেখানে কৃষক সংগঠনের কাজে গিয়েছিলেন, দেখেছেন, কিভাবে ১৯৪৮ এর শেষের দিকে পুলিশ সেখানে ক্যাম্প তৈরি করে চাষিদের প্রতিরোধ ঠেকাতে, জমিদাররা তাদের অধীন বর্গাদার কৃষকদের শায়েস্তা করতে উচ্ছেদের নোটিস দেন। এর বিপক্ষে ১৯৪৯ গোড়ার দিকে কৃষকরা লাঠিয়াল বাহিনি তৈরি করেন, ৫০০০ বিঘা সহ জমিদারের কাছারি দখল করে। বুধাখালি এবং চন্দ্রপিড়িতে ১৭ জন চাষি মারা যায়, অহল্যা দাস, সরোজিনী দাস পুলিশের গুলিতে মারা যায়। সূর্যমণি গিরি আহত হন তার একটি হাত বাদ যায়। ইলা বোস কোনো রকম ভাবে বেঁচে ফেরেন কিন্তু পূর্ণেন্দু ঘোষ এর কিছু বছর জেল হয়। যদিও কাকদ্বীপের আন্দোলন দমন করা গিয়েছিল কিন্তু সেই সময়ের সেখান কার নারীদের আত্মসচেতন চিরস্থায়ি হয়ে গেছিল, তাই কাঁসারী হালদার ওই তেভাগার আন্দোলনের পরেও গ্রামের সাধারন মহিলার মতো বাকি জীবন কাটাননি, হয়েছিলেন লোকসভার সদস্যা। একজন মহিলাও যদি ওই প্রত্যন্ত স্থান থেকে রাজনৈতিক সচেতনতা লাভ করেন সেটাই আন্দোলনের আসল ফল, তা জমির হিসেব নিকেশ যাই হোক কেন। প্রতি ঘরের একজন গোটা সমাজের কাঠামো বদলে দিতে পারে।[৮]

সেদিনের তেভাগার দিনগুলিতে মনিকুন্তলা সেন সেখানে গ্রামের বউ সেজে ঘোমটায় মুখ ডেকে পুলিশ এর থেকে আড়াল হয়ে ওই গ্রামটিতে থেকেছিলেন দিনের পর দিন। সেদিনের ওই থমথমে পরিবেশে তার সাথে ছিলেন রানি মিত্রও। তিনিও কমিউনিস্ট পার্টির নির্দেশে গ্রামে ছদ্মবেশে কাটিয়েছেন। পরে সেখান থেকে শহরে ফিরে এসে তদানিন্তন কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃবৃন্দকে গ্রামের অত্যাচার সম্পর্কে জানান। সংবাদপত্রে এই বিষয়ে লেখালেখি হতে থাকে। তৎকালীন বাংলার প্রধানমন্ত্রী সুহুরাবরদি সাহেবের সাথে এই বিষয়ে বৈঠকের চেষ্টা করা হয়। ক্রমে জনমত গড়ে উঠতে থাকে,

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 89
Website: https://tirj.org.in, Page No. 802 - 808
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টপাধ্যায় এর স্ত্রী মঞ্জুশ্রী দেবি এবং রানি দাশগুপ্ত সহ আরও অনেকে গিয়েছিলেন। ধিরে ধিরে কৃষকদের পক্ষে জনমত গড়ে ওঠায় সুরাবর্দি সাহেব কৃষক নেতাদের সাথে এক টেবিলে বসলেন। তেভাগা আন্দোলনের মহিলা অংশগ্রহনের স্বারক বহন করে সেদিন ছিলেন বিমলা মাজি। সেদিনের বৈঠকের রায় সেদিন কৃষকদের পক্ষে ছিল। তবে এই নিয়ে পাকাপাকি ভাবে আইন পাশ হয় স্বাধিনতার পর বিধানচন্দ্র রায় এর আমলে যা ভূমিসংস্কার আইন হিসেবে পরিচিত।[৯]

তেভাগা এর মত কৃষি আন্দোলন এ যেমন প্রান্তিক শ্রেণির সাধারন খেটে খাওয়া চাষি পরিবারের মহিলারা যেমন প্রতিবাদে ঝাঁপিয়ে পরেছিলেন তেমনি শহরাঞ্চলে শ্রমিক শ্রেণির আন্দোলনে যেই অসামান্য নারীরা এগিয়ে এসেছিলেন তাদের অন্যতম হলেন সন্তোষকুমারি, প্রভাবতি দেবি, সাকিনা বেগম, সুধা রায় এর মত সাহসি একনিস্ট শ্রমিক দরদি নারীরা। সন্তোষকুমারি নৈহাটির গরিফাতে থাকতেন, এখানেই ছিল গৌরীপুর চটকল, ১৯২১ এর গোরার দিকে তার বাড়ির বাগানের এক প্রান্তে উক্ত চটকলটির শ্রমিক রা তাদের মিল এর ম্যানেজার এর খারাপ ব্যবহার, কাজের অস্থায়িত্ব এবং সর্দারের জোরজুলুম নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করায় সন্তোষকুমারি এগিয়ে এসে তাদের নিয়ে ম্যানেজার এর সাথে কথা বলতে রাজি হন, সেই শুরু...তারপর 'গৌরীপুর শ্রমিক সমিতি' গঠন করা থেকে শুরু করে পার্শ্ববর্তী অন্যান্য মিলের শ্রমিকদের নানা ধর্মঘটে নেতৃত্ব দেওয়া, শ্রমিকদের উত্তেজিত করার চেয়ে তিনি অনেক বেশি জোর দিতেন তাদের সংঘবদ্ধ করার দিকে, অপর দিকে বিংশ শতকের বিশ এর দশকের জাতীয় আন্দোলনের সাথে শ্রমিক শ্রেণির কোন যোগাযোগই ছিল না, সন্তোষকুমারি এর সমালোচনায় বলেছেন - শ্রমিকদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জাতিয়তাবাদকে উপলব্ধি করা সম্ভব না। এমন মন্তব্য গভীর রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচয়। সোমনাথ লাহিড়ী তার একটি বক্তব্যে বলেন যে একবার সংগঠনের কাজে সন্তোষকুমারি কামারহাটি যাওয়ার পথে মালিক পক্ষের ভাড়াটে গুণ্ডারা তাকে আক্রমন করলে তিনি এতটুকু বিচলিত না হয়ে ঘোড়ার গাড়ির দুদিকে চাবুক মারতে মারতে সেখান থেকে দ্রুত বেরিয়ে যান। তাঁর সাহস, উপস্থিত বুদ্ধি, লড়াকু মানসিকতার জোড়ে এভাবেই চটকল শ্রমিক দের মধ্যে তিনি হয়ে উঠেছিলেন তাদের প্রিয় 'মাইরাম।'[১০]

এমনই আরও দুইজন শ্রমিক আন্দোলনের নেত্রী ছিলেন ডঃ প্রভাবতী দাসগুপ্ত এবং অপরজন বেগম সাকিনা। যদিও তাদের আন্দোলনের প্রেক্ষাপটটি ভিন্ন। ১৯২৮ সালের বিখ্যাত 'ধাঙ্গর আন্দোলন' সাথে তিনি যুক্ত। কলকাতা কর্পোরেশন এ সেই সময় ১০-১২ হাজার ধাঙ্গর কাজ করত। কলকাতায় ঝাড়ুদার, মেথর, জমাদার এর কাজ বাঙ্গালিরা কোনকালেই করত না উড়িষ্যা, বিহার, ঝাড়খণ্ড থেকে নিচু জাতির লোকেরা এগুলি করতেন, এরা ছিলেন অস্পৃশ্য অবহেলিত, ধাঙ্গড়দের বস্তীগুলিতে দিনের পর দিন গিয়ে দেবনাগরী ভাষায় তাদের মধ্যে লিফলেট বিলি কোরে তাদের বেতন, পরিষ্কার স্থানে ও বাড়িঘর এবং অন্যান্য দাবীতে তাদেরকে একত্রিত করেন প্রভাবতি দেবি, দাবি মনজুর না হলে ধর্মঘট এর আহ্বান দেওয়া হবে এমন ছিল পরিকল্পনা। ১৯শে ফেব্রুয়ারী কলকাতায় ১০০০ জন ধাঙর দের বিরাট সভা হয়, উপস্থিত ছিলেন মুজাফফর আহমেদ, ধরনি গোস্বামী এর মত ব্যক্তিত্বরা। ধাঙড়রা ১৯২৮ এ ৪ঠা মার্চ ধর্মঘট শুরু করেন, শুরু হয় বিখ্যাত ধাঙর আন্দোলন, এই সমস্থ কিছুর মধ্যমনি ছিলেন প্রভাবতি দেবী।[১১]

এই ধর্মঘট শেষপর্যন্ত সফল হয়নি কিন্তু সমকালিন প্রত্যেকটি পত্রিকার (একমাত্র আনন্দবাজার ছাড়া) ব্যাঙ্গচিত্র উপেখ্যা করে তদানিন্তন সমাজের ভ্রুকুটি পেরিয়ে চির অবহেলিত জমাদার রা যে সভা করে নিজের দাবি জানাবে এ ছিল অভাবনীয় আর তাদেরই নেত্রী হবেন কিনা একজন উচ্চ মধ্যবিত্ত ঘরের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করা একজন মহিলা! ...সে যাই হোক কালজয়ী নারীরা কবেই বা এসব এর তোয়াক্কা করেছেন, প্রভাবতি দেবি ধাঙর দের কাছে হয়ে উঠেছিলেন তাদের 'মাতাজি'।

কৃষক শ্রমিকদের আন্দোলন এ পাশে দাঁড়িয়েছেন এদেশের নারীরা কখনও নেতৃত্ব দিয়ে কখনো লড়াইের ময়দানে নেমেছেন অধিকার আদায়ে, সেই অধিকার শুধু সমাজের নিত্য নতুন রাজনৈতিক সামাজিক আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে আসে না। তা আসে প্রতিদিনকার জীবনে যে দলন এর শিকার হতে হয় তা উপলব্ধি করা এবং দূর করার মধ্যে দিয়ে। এক্ষেত্রে পণপ্রথার কথা বলা যায়। দেশ স্বাধীন হলেও নারীরা বিবাহের সাথে জড়িত এই কুপ্রথাটির বেড়াজাল থেকে তখনও মুক্ত হতে পারেননি। স্বাধীন ভারতের বহু দশক পরেও চলতে থাকে পনপ্রথার চাপে বধূমৃত্যুর ঘটনা। পনপ্রথার বিরুদ্ধে প্রতিটি

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 89
Website: https://tirj.org.in, Page No. 802 - 808
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

মেয়ের বাড়িতে অনেক অভিযোগ থাকলেও 'পন দেব না' এই কথাটি তারা সাহস জুটিয়ে বলতে পারেন না। লোকসভায় এই আইন নিয়ে আলোচনা চলার সময় মনিকুন্তলা সেন এর মতো বিরোধী নেত্রী সহ কংগ্রেসের নেতা নেত্রী এর সপক্ষয়ে বহু প্রচারসভা, সাক্ষর গ্রহন, মেয়েদের নিয়ে ঘরোয়া সভা করেছেন, তার বিবরন তিনি 'সেদিনের কথা'য় তুলে ধরেছেন যে কি ভাবে শহরের মধ্যবিত্ত বাড়ির গৃহিণী থেকে চাষি বাড়ির মহিলা পনপ্রথার পক্ষে সওয়াল করেছেন ভয়ে, কারন সেই যুগে পন ছাড়া বিয়ে দেওয়া যেহেতু যাবে না তাই এর বিপক্ষে তারা সই দিতে নারাজ, এই ছিল সেদিনকার অবস্থা। শেষ পর্যন্ত আইনসভায় পাশ হওয়া পনপ্রথা বিরোধী আইন সারা দেশে কার্যকর হয় ১৯৬১ সালে ১লা জুলাই জম্মু এবং কাশ্মির বাদে কিন্তু আইনসভায় এই আইনটি কার্যকর হওয়ার সময় শাসক দল কংগ্রেসে এর মধ্যেও এই আইন পাশের বিপক্ষে ছিলেন অনেকে তাই সেই সময় পার্টির আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে হুইপ জারি করে তবেই এই আইন পাশ হয়েছিল সেদিনের ভারতবর্ষে, আইনসভার ভিতরে ও বাইরের আবহাওয়া ছিল সেদিন এমনই যা তুলে ধরেছেন মনিকুন্তলা সেন তার আত্মজীবনীতে। তিনি নিজেও দীর্ঘদিন বামপন্থী রাজনীতির সাথে যুক্ত। হিন্দু কোড বিল পাশ এর সময়ও তিনি আইনসভায় বহু সাক্ষর সংগ্রহ করে তা পেশ করেন।[১২]

মনিকুন্তলা দেবি নিজ গুনেই অসামান্যা, তার কথা বলতে গেলে ১৯৪২ এর দুর্ভিক্ষে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির পক্ষ থেকে নানান জায়গায় ত্রান বিতরন এর কাজ, চা বাগানের শ্রমিকদের কাছে গিয়ে তাদের সমস্যা সম্পর্কে তাদের সচেতন করা তাদের নিজেদের সংগঠন তৈরির আবশ্যকতা সম্পর্কে তাদের বোঝানো, তিনি দেখেছেন কিভাবে পোকামাকর এর মধ্যে একটি বদ্ধ ঘরের মধ্যে থেকে শুধুই ভাত আর সামান্য শাক সিদ্ধ খেয়ে সারাদিন অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য কাজ করে কাজের ফাকে শুধু চা ছাড়া আর কিছুই তারা মুখে দিতে পারেনা। তিনি দেখেছেন দেশভাগের পর গ্রাম বাংলার চাষি পরিবারের মেয়েরা কিভাবে বেয়াব্রু হয়ে উদবাস্তু জীবন কাটিয়েছেন। তাদের মধ্যে গিয়ে তিনি তাদের রাজনৈতিক ভাবে সংগঠিত করেছেন, মেদিনীপুর দিনাজপুর এর প্রত্যন্ত গ্রামে গিয়ে কৃষক বাড়ির মহিলাদের সংগঠিত করেছেন। সেদিনের ওই প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে মহিলারা ছিলেন অনেক বেশি অবগুন্ঠনে। তিনি সংগঠনের কাজে গ্রামে কোন বাড়িতে আশ্রয় নিলে বাড়ির পুরুষ সদস্যাই তার রোজকার প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরাবরাহ করতেন। তিনি মহিলা হলেও বাড়ির মহিলা সদস্যরা তার সামনে আসতেন না, শহর থেকে এসেছেন বলে তিনিও যেন তাদের কাছে পুরুষ। এতটাই গোড়া ছিল তখনকার সমাজ। সেখান থেকে ক্রমাগত পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে আজকের মহিলাদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ সম্ভব হয়েছে অন্যদিকে এসেছে সামাজিক সচেতনতা।

উপসংহার : আজকের দিনে দাড়িয়ে বহু মহিলা নানা আন্দোলনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের থেকে যুক্ত হন, কিন্তু পরাধীন ভারতে এবং স্বাধীন ভারতে বহু এর দশক পরও তা এত সহজ ছিল না, সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন কিভাবে করতে হয়, তা তারা নিজেদের জীবন দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন। তারই ফলস্বরুপ আজকে যতটুকু সামাজিক উদারতা নারীরা উপলব্ধি করছেন তার পিছনে এই নারীদের অবদান অনস্বীকার্য।

Reference:

১. মুখার্জি, প্রলয়দেব, 'রাষ্ট্র ও রাজনীতি তত্ত্ব ও মতবাদিক বিতর্ক', কলকাতাঃ বিজয়া পাবলিসিং হাউস, ২০১০, পৃ. ৪৫-৫৮

২. Sen, Sunil, 'The Working Women and Popular Movement in Bengal'. Kolkata: 1985, p. 35-48

৩. Dey, Shubhra, 'Women IN THE REVOLUTIONARY- "TERRORIST" MOVEMENT IN BENGAL, 1928-34: PARTICIPATION, PERCEPTION AND CONSCIOUSNESS'. new delhi: CENTRE FOR HISTORICAL STUDIES SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES JAHARLAL NEHRU UNIVERSITY, 1992, p. 24-182

৪. Sankar Sengupta, 'A study of women of Bengal'. Calcutta: Indian Pub, 1970, p. 1-50

৫. সেন, কল্পনা, 'স্বাধিনতা-উত্তর পশ্চিমবাংলার রাজনৈতিক আন্দোলনে মেয়েরা' (প্রবন্ধ)

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 89
Website: https://tirj.org.in, Page No. 802 - 808
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৬. সেন, মনিকুন্তলা, 'সেদিনের কথা', কলকাতাঃ নবপত্র প্রকাশন, ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৬১-১৬৪
৭. সেন, মনিকুন্তলা, 'সেদিনের কথা', পৃ. ১৮১-১৮৪
৮. Sen, S. 'peasent movements', Report of the Fifth Annual conference of Mars; Interview with Ila Bose. p. 166-169
৯. সেন, মনিকুন্তলা, 'সেদিনের কথা' পৃ. ৭৪-৮৮
১০. চট্টপাধ্যায়, রত্নাবলী, ও গৌতম নিয়োগী, 'ভারত-ইতিহাসে নারী', কলকাতা : কে.পি. বাগচি, ২০০৯, পৃ. ৬৫-৭৫
১১. চট্টপাধ্যায়, রত্নাবলী, ও গৌতম নিয়োগী, 'ভারত-ইতিহাসে নারী', পৃ. ৭৬-৯০
১২. সেন, মনিকুন্তলা, 'সেদিনের কথা' ২৪১-২৪২